গান্ধী-জীবন নিয়ে দুটি চলচ্চিত্র (চলচ্চিত্রসমালোচনা)

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রসিকতা করে গান্ধীজি একবার বলেছিলেন যে মৃত্যুর পর তিনি কবর থেকে কথা বলবেন। গান্ধী-জীবন ও গান্ধা-দর্শন নিয়ে সাম্প্রতিককালে তৈরি দু'টি চলচ্চিত্র দেখার পর মহাত্মার উক্তিটি আবার নতুন করে মনে পড়ল। বলা বাহুল্য ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত ছবি এবং তাই সর্বভারতীয় (প্রথমটিতে তো ইংরাজির ব্যাপক প্রয়োগ থাকায় তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দর্শক টেনেছে জানা গেল) দর্শক পাবার জন্য উভয় ক্ষেত্রেই তা হিন্দি ভাষায় নির্মিত। তবে তাতে অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ছোট - বড় শহরের বাঙালি দর্শকদের পক্ষে তার রসাস্বাদন করতে অসুবিধা হয় না।

প্রথমটি,Gandhi My Father, গান্ধী-জীবনের এক ব্যর্থতা-সফলতার সত্যইতিহাস অবলম্বনে রচিত চলচ্চিত্র। দেশ-বিদেশের অসংখ্য নারী-পুরুষের হৃদয় মহাত্মা তাঁর অহিংসা ও সত্যাগ্রহ নীতিতে পরিবর্তিত করতে পারলেও নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র হরিলালের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাইরের মহাত্মা রূপে নানাভাবে নন্দিত হলেও হরিলালের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দুঃখ - বেদনা তিনি সমগ্র জীবন নীরবে ভোগ করেছেন পলে পলে। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম সত্যাগ্রহের সময়ে হরিলাল এমন নিষ্ঠাভরে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এমনকী কারাদণ্ডও ভোগ করেছিলেন যে ওদেশের ভারতীয়দের কাছে তাঁর 'ছোট গান্ধী' নাম হয়েছিল। তবু তিনি পিতার সঙ্গ ছেড়ে ভারতে চলে এলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। প্রথমে তাঁর গভীর অভীপ্সা —ইংরাজি শিক্ষার চেষ্টায় ব্যর্থ হবার পর ব্যবসায়ী হবার প্রয়াস। এর পরেও মহাত্মা পুত্রের বিদ্রোহ বিস্মৃত হয়ে তাকে যথাসাধ্য নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন। ব্যবসায়ী হরিলালের কলকাতার নিবাসেও তিনি কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন পুত্র ও তার পরিবারের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধ গড়তে। কিন্তু অসৎ ব্যবসায়ীদের সংসর্গে পড়ে হরিলাল তাদের অসাধু ব্যবসায়ে জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে মহাত্মার পরিচিতির অপব্যবহার করেছেন জানা মাত্র গান্ধীজি সংবাদপত্রে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন যাতে জনসাধারণ তাঁর নামে প্রতারিত না হন। জীবনযুদ্ধে পরাজিত হরিলাল ইসলাম কবুল করে পিতাকে আঘাত করতে চাইলেন। ইতিমধ্যে তিনি মদ্যাসক্ত হয়েছিলেন এবং স্ত্রীবিয়োগের পর দেহোপজীবীনীদের নিত্যসান্নিধ্যে যেতেন অবশেষে মুম্বায়ের এক বারনারীর ঘর থেকে অসুস্থ হরিলালকে এক পরিচয়বিহীন রোগী হিসাবে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্বাধীন ভারতের রূপকার মহাত্মার তিরোধানের কয়েক মাস পরই অজ্ঞাত পরিচয় রোগী হিসাবে ওই হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন হরিলাল।

কস্তুরবা যত দিন জীবিত ছিলেন হরিলালের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও তার অধোগতির জন্য মহাত্মাই দায়ী মনে করে তাঁর প্রতি নিরন্তর প্রচ্ছন্ন এবং সময়ে সময়ে প্রকট ক্ষোভ ব্যক্ত করতেন। অপর তিন পুত্রেরও গান্ধীর প্রতি অভিমান ছিল তাঁদের জন্য ইংরাজি-ভিত্তিক বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা না করার জন্য। তবে তাঁর সবাই আত্মস্থ থেকে নিজ নিজ মতো শিক্ষার ব্যবস্থা করেও সাধ্যমতো মহাত্মার পথে কাজ করে নিজেদের জীবনকে সার্থক করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী ছিলেন নিরুপায়। পঁয়তাল্লিশ বংসর বয়সের মধ্যেই জনসেবার জন্য ব্যক্তিগত আয়ের উৎস ব্যারিস্টারি পেশা ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণপূর্বক সত্যাগ্রহের অন্যান্য সঙ্গীদের পরিবারসহ ফিনিকসে সর্বজনীন সেবার জীবন গ্রহণ করেছেন। সবার গ্রাসাচ্ছাদন চলে জনসাধারণের দানে। আর সব আশ্রম বালক-বালিকাদের সঙ্গে একইভাবে নিজ সন্তানদেরও শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বয়ং কলেনবাক প্রমুখ সহকর্মীদের সঙ্গে। ইংরাজি কেন, যে-কোনো ভাষা শিক্ষার প্রতি তাঁর বিরূপতা নেই। সেবাকার্যের প্রয়োজনে সেবাকার্য করতে করতে আরও সব বাল-বালিকাদের মতো নিজ সন্তানরাও সেসব শিখুক—তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু পৃথক করে নিজ সন্তানদের বাইরের স্কুল-কলেজে পাঠাবেন কীভাবে? তাঁর তো ব্যক্তিগত জীবন বা আয় নেই। আর হরিলালের ইচ্ছাপূরণে তাঁর মতো ব্যারিস্টার হবার জন্য বিলাতে পাঠানো? সে-ও তো অসম্ভব। অবশ্য এর মধ্যে আশ্রমের দু'টি ছেলের বিলাতে পড়ার খরচ বৃত্তিস্বরূপ দিতে প্রস্তুত হলেন মহাত্মার এক বন্ধু। এবার বাবা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবেন— প্রবল আশা জাগল হরিলালের। কিন্তু গান্ধী যোগ্যতা - বিচারে হরিলালকে বাদ দিয়ে অপর দু'জনকে নির্বাচিত করায় পুত্রের প্রচণ্ড আশাভঙ্গ এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়ে পিতৃসান্নিধ্য ত্যাগ করে ভাগ্যপরিবর্তনে ভারতে প্রত্যাবর্তন। আর হরিলালের শেষ পরিণাম আমরা জানি।

পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সঙ্গে সত্যাশ্রয়ী জীবনকে সর্বজনীন করে দেওয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিহীন লোকসেবকের মানসিক সংঘর্ষ মহাত্মার জীবনে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রতিদিন চলেছে। মানুষ নিজের মানসিকতা অনুসারে এ-জাতীয় ধর্মসঙ্কটে কোনও এক পক্ষাবলম্বন করবে। গোপা ও রাহুলের প্রতি কর্তব্যের কথা ভলালে সিদ্ধার্থের বুদ্ধ হওয়া হয় না। শ্রীমতী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দায়িত্ব নিতে গেলে নিমাইপন্ডিত শ্রীচৈতন্য হতেন না। বিশ্বমানবের হিত-সাধনা কোন পথে—এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট। গান্ধীও নিজের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

মহাত্মার ব্যক্তিগত জীবনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, মহাত্মা হয়ে ওঠার সাধনায় নিত্যদিন এই জীবনসংঘর্ষে নাটকীয় উপাদান প্রচার। Truth is stranger than faction—এ তো ঋষিবাক্য। মুম্বাইয়ের বিখ্যাত নাট্যপরিচালক ফিরোজ খান তাঁর খ্যাতনামা অভিনেতা -বন্ধু দর্শন জরিওয়ালা ও অন্যান্য সহকর্মীসহ অভিনেতা-বন্ধু দর্শন জরিওয়ালা ও অন্যান্য সহকর্মীসহ দীর্ঘকাল যাবৎ শহরের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মহাত্মার জীবনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব Gandhi Versus Mahatma নামের নাটকটির মাধ্যমে সাফল্য সহকারে উপস্থাপিত করে আসছিলেন। মঞ্চসফল ও দর্শকদের প্রশংসাধন্য সেই উপস্থাপনা সম্প্রতি Gandhi My Father নামে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন ফিরোজ বৃহত্তর দর্শকসমাজের জন্য। মূল পাত্র গান্ধী ও তাঁর জীবনসংঘর্ষের শৈল্পিক আকর্ষণের জন্য আর্থিক সাফল্যের জন্য সৌরাষ্ট্রের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যাদির নয়নাভিরাম চিত্রণও ব্যবসাপেক্ষ) চলচ্চিত্রের সফল অভিনেতা অনিল কাপুর, তাঁর ব্যানারে। সংবাদে প্রকাশ ব্যবসায়িক প্রয়াস হিসাবেও অনিল কাপুরের এই প্রয়াস সার্থক হয়েছে।

গান্ধী থেকে মহাত্মা—উভয় পর্যায়েই দর্শন জরিওয়ালা মঞ্চের মতোই সার্থক অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে মহাত্মার সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব,

অহর্নিশ হৃদয়বেদনা, বারবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও হরিলালকে সামাল দেবার চেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্য ও সর্বজনীনকে জীবনের ক্ষেত্রে আপসহীনতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী রূপে তুলে ধরেছেন তিনি। অক্ষয় খান্না হিন্দি চলচ্চিত্রজগতের খ্যাতনামা নায়ক। হরিলালের চরিত্রে তাঁর অভিনয় এক ভিন্ন জগৎ আবিষ্কারের প্রয়াস। স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই এই প্রয়াসে তিনি সফল হয়েছেন। মহাত্মার ঐতিহ্যের জগৎ থেকে তাঁরই প্রতি ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও অভিমানের তিনি নীচে না নামতে চাইলেও নামছেন, মানসিক দ্বন্দ্বে দীর্ণ-বিদীর্ণ হচ্ছেন, তাঁর অভিনয়ে দরদ দিয়ে ফুটিয়েছেন। When one begins to fall the ultimate goal is the bottom—এই সত্য তাঁর অভিনয়ে যে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। কস্তুরবার ভূমিকায় শেফালি ষেট্টিও অনবদ্য। চলচ্চিত্রে উপস্থিতি স্বল্পকালীন হলেও হরিলালের স্ত্রীর গুলাববেন রূপে জুহি চাওলার অভিনয় মনে স্থায়ী দাগ কাটার মতো। চিত্রনাট্য - পরিচালনা - অভিনয় ও দৃশ্যপরিকল্পনার সম্মিলিত সার্থক প্রয়োগ চলচ্চিত্রটি দেখে একদিকে মহাত্মার ব্যর্থতা -সফলতার হৃদয়বেদনার রেশ বুঝে নিয়ে সংবেদী দর্শক প্রেক্ষাগার ছাড়েন। চলচ্চিত্রটির সাফল্য এইখানে যে সাময়িভাবে হলেও দর্শকদের দার্শনিকতায় উত্তরিত করে এক ধর্ম ও কর্মবীরের পারিবারিক জীবনের এই করুণ পরিণতি দেখিয়ে হৃদয়ে এই ভাবনা জাগিয়ে তোলে যে শ্রেষ্ঠতম কর্মযোগী থেকে আরম্ভ করে আমরা সবাই এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলিহেলনে পুত্তলিকার মতো বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে চলেছি। এ বিশ্ব এক রঙ্গমঞ্চই বটে।

২

'গান্ধীগিরি' শব্দটি ও গোলাপ ফুলের গুচ্ছ দিয়ে অহিংস প্রতিবাদ জানানোর রীতি দেশ-বিদেশের ভারতীয় সমাজে 'লগে রহো মুন্নাভাই' চলচ্চিত্রটির জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একথা সত্য যে তরুণসমাজের কাছে গান্ধীজির সত্য-অহিংসা নীতি ও সত্যাগ্রহের পদ্ধতিকে ছবিটি নতুন করে তুলে ধরেছে। বেশ ব্যায়বহুল, প্রচলিত অর্থে যাকে প্রমোদ বিতরণের ছবি বলে, বর্তমান ছবিটি তাই। কিন্তু পরিচালক বিধুবিনোদ চোপড়া তার মধ্যে অত্যন্ত শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে গান্ধীর শিক্ষা উপস্থাপিত করেছেন। সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য বা তার মাধ্যমে মহৎ বক্তব্য বলা হবে না—এমন কথা নয়। কিন্তু তা নিছক প্রচার হবে না। শিল্পের ধর্ম মেনে তাকে চলতে হবে। এই দৃষ্টি থেকে অভিনব নির্মাণে তরুণ পরিচালককে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ বলা যায়।

বাস্তব এবং কল্পনাকে (মাঝে মাঝে গান্ধীজির সশরীরে উপস্থিত) মিলিয়ে এক মনোরঞ্জক কাহিনির মাধ্যমে মুন্নাভাই-এর বর্তমান পর্বের চিত্রায়ণ। চলচ্চিত্রটি জনসংবর্ধিত বলে তার কাহিনির সংক্ষিপ্তসার বলা দরকার হবে না। তবে মুম্বই-এর বস্তিবাসী মস্তান মুন্নাভাই-এর সত্যনিষ্ঠ সত্যাগ্রাহীতে উত্তরণ বিশ্বাসযোগ্য অথচ সরসভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষের ক্ষতি করে না বরং তার প্রিয় কন্যাকে ব্যর্থপ্রেমের শোকে আত্মহত্যা করা থেকে রক্ষা করে প্রতিপক্ষের অন্যায়কে বিরোধিতা করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাহায্য করে— এই উপকাহিনিটি মুন্নাভাই-এর নিজের প্রেমকাহিনির পাশাপাশি আছে। প্রত্যুত টেলিভিশনের এক নায়িকার প্রেমের আকর্ষণে মুন্নাভাই -এর গান্ধী-জিজ্ঞাসা ও অবশেষে অহিংস সত্যাগ্রহীতে উত্তরণ। কারণ গান্ধী কেবল দর্শনই দেননি, দিয়েছেন জীবন-দর্শন সেই পথে সাধ্যানুসারে চলা ছাড়া গান্ধীকে জানা সম্ভব নয়। পর্বতের চূড়ায় ওঠার মতো যত উচ্চতায় ওঠা, ততই সম্যক দর্শন। অপর উপকাহিনিটিও সমান আকর্ষক। সমগ্র জীবন লড়াই করে পুত্র-কন্যাদের বড় করার পর সন্তানদের দ্বারা পরিত্যক্ত বৃদ্ধ-অক্ষম বাবামায়ের বিয়োগান্তক কাহিনি। একালের এই মানবীয় সমস্যাটিকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক। আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অভিনয়ও করেছেন প্রথম শ্রেণির।

মুন্নাভাই সঞ্জয় দত্ত প্রথিতযশা অভিনেতা। সত্যসন্ধ সত্যাগ্রহীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই নতুন ধরনের চরিত্রেও তাঁর অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁর সাকরেদের চরিত্রে অপর এক তরুণ অভিনেতা আরসাদ ওয়ার্সিও চমৎকার। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, বন্ধুর সঙ্গে মান-অভিমান এবং সত্যাগ্রহের সহযোগী সর্বত্র এই জুটি সমান সাবলীল। নায়িকা বিদ্যা বালান-ও লাস্যময়ী এবং সংগ্রামিকা উভয় ধরনের ভূমিকায় সমান সফল। সর্বশেষে পরিচালক বিধুবিনোদকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ ছবিটিতে অধিকাংশ সময় জুড়ে ফল্গুধারার মতো সরস কৌতুকপ্রবাহ বজায় রেখে তাঁর মধ্যে অহিংস ও সত্যাগ্রহ প্রমুখ গান্ধী-দর্শনের মূল কথা উপস্থাপিত করার জন্য।

তরুণ তথ্যচিত্র নির্মাতা আনন্দ পট্টবর্ধন সেই 'রামকে নাম' -এর ছবিটি থেকে স্বয়ং সত্যাগ্রহী হয়ে গান্ধীর অপর এক আদর্শ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি ম্যাক্সমুলার ভবনে তাঁর তথ্যচিত্রগুলির কয়েকদিন ব্যাপী প্রদর্শন হয়ে গেল। কয়েক বৎসর পূর্বে গান্ধীজির পল্লি পুনর্গঠন কর্মসূচি নিয়ে জনপ্রিয় হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অভিনেতা শাহরুখ খাঁ অভিনীত 'স্বদেশ' নামে এক সার্থক চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছিলেন অপর এক তরুণ পরিচালক। সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র জগতের দিকে তাকালে গান্ধীজি যে তাঁর কবর থেকে কথা বলছেন— একথা মেনে নিতে আপত্তি থাকবে না।